দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 JUN 2008

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

জগন্নাথ ভার্সিটির ভিসি ছাত্রনেতাদের কাছে হেনস্থা

জবি রিপোর্টার ॥ পুরনো বাস, লোহা ও কাঠ বিক্রির টেন্ডারকে কেন্দ্র করে ছাত্রনেতাদের কাছে হেনস্থা হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি পুরনো বাস, কিছু পুরনো রড ও লোহা এবং কাঠ বিক্রির জন্য গত

(১১-পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

জগন্নাথ ভার্সিটির

(প্রথম পাতার পর)

মাসের শেষ সপ্তাহে দরপত্র আহ্বান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান সিডিউল কেনে। সোমবার ছিল টেন্ডার জমা দান ও খোলার তারিখ।

এই উপলক্ষে ছাত্রসংগঠনের নেতারা সকাল থেকে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে। পুলিশের কড়া পাহারা ও ছাত্র নেতাদের অবস্থানের ফাঁকে ১১টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়। হঠাৎ ক্যাম্পাসে খবর ছড়িয়ে পড়ে- কোষাধ্যক্ষের অফিস সহকারী মেজবাউদ্দিন ২ হাজার টাকা নিয়ে টেন্ডার বাক্স বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একটি প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার জমা নেয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ছাত্রদলের এক ক্যাডার ওই অফিস সহকারীকে কোষাধ্যক্ষের অফিস থেকে তুলে নিয়ে আসতে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসআই খান বিষয়টি শুনে প্রশাসনিক ভবনের নিচে অবস্থানরত ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের কাছে ছুটে আসেন। ঘটনা বর্ণনার এক পর্যায়ে উপাচার্যের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একে অন্যকে ঠেলা-ধাক্কা দেয়।

এ সময় পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করে। পরে উভয় ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করতে দুপুরে উপাচার্যের অফিসে বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু হোসেন ছিদ্দিক, প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান ও উপাচার্য নিজে। অন্যদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রদলের সহসভাপতি শেখ আজিজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান হোসেন মানিক এবং ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি কামরুল হাসান রিপন, সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ।